দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 07 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

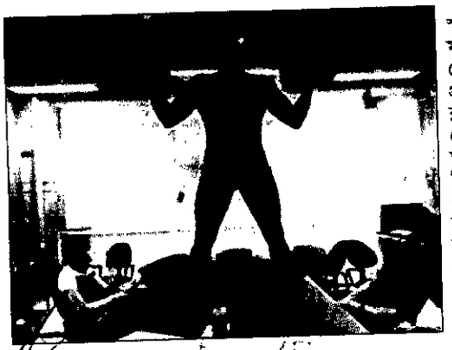

স্পাইডার-ম্যানের বেশে প্রতিদিন ক্লাস করান মেক্সিকোর তরুণ শিক্ষক মোইজেজ ভাসকেস। ছবিটি ফেসবুক থেকে নেওয়া

শিক্ষা যেন হয় আনন্দময়

আমাদের সময়কে সাক্ষাৎকারে মেক্সিকোর স্পাইডারম্যান মোইজেজ

মোইজেজ ভাসকেস। মেক্সিকোর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক, বয়স সবে ২৬। শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠদানকে আনন্দদায়ক করে তুলতে, শ্রেণিকক্ষকে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

শিক্ষা যেন হয় আনন্দময়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) আকর্ষণীয় করতে তিনি অভিনব এক কৌশল বেছে নিয়েছেন। দেড় বছর ধরে তিনি স্পাইডারম্যানের পোশাকে লেকচার দেন। অদ্ভুত এই অভিপ্রায় ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি গল্প করেছেন। আমাদের সময়ের কাছে। মোইজেজ বলেছেন, বাংলাদেশকে তিনি জেনেছেন জর্জ হ্যারিসনের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' শুনে। ৫-৬ জুন ইমেইলে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জাহাঙ্গীর সুর**

আমাদের সময় : শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সময় স্পাইডারম্যানের পোশাকে শ্রেণিকক্ষে ঢোকেন ন্যাশনাল অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি অব মেক্সিকোর (ইউএনএএম) এক শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইট যে ভাষায় সজ্জিত, আমি সে ভাষায় মূর্খ। আপনিই তো মোইজেজ ভাসকেস?

মোইজেজ ভাসকেস : ঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন। আমিই মোইজেজ। চলুন আপনার কৌতূহলের উত্তর করা যাক। ও হ্যাঁ, আমার ইংরেজি কিন্তু খুবই বাজে। আশা করি, কষ্ট করে বুঝে নেবেন।

● শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় শ্রেণিকক্ষ উপহার দিতে শিক্ষকরা নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। আপনি কি মনে করতে পারেন যখন ছাত্র ছিলেন, আপনার শিক্ষকরা কীভাবে পাঠদান করতেন?

মোইজেজ : হ্যাঁ। এক স্যারের কথা মনে পড়ছে। তিনি ক্লাস শুরু করতেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি দিয়ে। প্রতিটা ক্লাসেই। সব ক্লাসেই প্রথমে একটা ভূমিকা দিয়ে শুরু করতেন। আর শেষ করতেন উপসংহার টেনে। প্রতিটা ক্লাসেই থাকত ব্যাখ্যামূলক উদাহরণ এবং তাৎক্ষণিক অনুশীলন।

● কিন্তু কোনোটাই আপনার কৌশলের সঙ্গে তুলনীয় নয়। আপনি লেকচার দেন স্পাইডারম্যানের মতো পোশাক পরে। এমন স্টাইল বেছে নিলেন কেন?

মোইজেজ : স্পাইডারম্যান আমার সবচেয়ে প্রিয় সুপার-হিরো। কেননা তিনি হলেন সত্যিকারের এক মানুষ। আমি বলছি, পিটার পার্কারের কথা। তিনিই আমার নায়ক। মহাশক্তিমান। কিন্তু একই সঙ্গে গুরুদায়িত্বের জ্ঞানও রয়েছে তার। স্মার্ট। বুদ্ধিমান এবং শান্ত মেজাজি। তার সঙ্গে নিজের অনেক মিল পাই আমি।

● কখন থেকে এ উদ্যোগ শুরু?

মোইজেজ : ১৮ মাস হয়ে গেল।

● বাড়ি থেকে ক্লাসে যাওয়া, ফের ফিরে আসা—স্পাইডারম্যানের দৈনিক অভিজ্ঞতাটা যদি শেয়ার করেন।

মোইজেজ : আমরা থাকি পূর্ব মেক্সিকোয়। স্পাইডারম্যানের পোশাক পরে বের হই। সঙ্গে থাকে মায়ের আশীর্বাদ। ক্যাম্পাসে যাই গণপরিবহনে চড়ে। রাস্তার সাধারণ মানুষ মনে করে, ইনি মেক্সিকোর স্পাইডারম্যান, নিশ্চয়ই সিনেমার শুটিং চলছে। কিন্তু যখন তারা জানতে পারে যে, আমি আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তখন তারা খুব বিস্মিত হয়।

● প্রথাবিরোধী প্রচেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো উল্টাপাল্টা পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি তো?

মোইজেজ : না। স্পাইডারম্যানকে সবাই ভালোভাবেই স্বাগত জানিয়েছে।

● প্রথম যেদিন নাটকীয় চেহারায় ক্লাসে ঢুকলেন, শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

মোইজেজ : সবাই থ হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রথম কথা ছিল, 'ইকুয়ে কমিয়েন্সে এল এহামেন' (চলো, পরীক্ষা শুরু করা যাক)। খুব মজা হয়েছিল।

● আপনার কৌশলটা তাদের কীভাবে সহযোগিতা করে?

মোইজেজ : একজন সুপারহিরো আপনাকে আত্মবিশ্বাস দেয়। আর এটা হলো প্রশ্ন করতে পারার আত্মবিশ্বাস।

● আপনার গল্প তো বিশ্বের অন্য শিক্ষকদের নতুন নতুন কৌশল গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

মোইজেজ : পারে বৈকি। তবে এরকমই যে বিশেষ কোনো পোশাক পরতে হবে তা নয়। আসল বিষয় হলো আনন্দ, মজা।

● অদূর আগামীতে কি এই স্টাইল বদলে ফেলার ইচ্ছা আছে?

মোইজেজ : হতেও পারে তেমন কিছু। কিন্তু এখন আমি স্পাইডার সুট পরতেই বেশি ভালবাসি।

● স্পাইডারম্যানের থেকে কি কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে?

মোইজেজ : নিশ্চয়ই। ক্ষমতা কিংবা শক্তিই যে সব কিছু নয়, বরং আপনার মূল্যবোধ ও আদর্শই সবচেয়ে মূল্যবান—এই শিক্ষা দেয় স্পাইডারম্যান।

● স্পাইডারম্যানের থেকে কি কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে?

মোইজেজ : নিশ্চয়ই। ক্ষমতা কিংবা শক্তিই যে সব কিছু নয়, বরং আপনার মূল্যবোধ ও আদর্শই সবচেয়ে মূল্যবান— এই শিক্ষা দেয় স্পাইডারম্যান। মহাশক্তির সঙ্গে থাকে গুরুদায়িত্বের ভার।

● তরুণ শিক্ষক আপনি, বয়স মাত্র ২৬ বছর। শিক্ষকতার অচেনা জগতকে উন্মোচনে সামনে আপনার দীর্ঘ যাত্রা। আপনার স্বপ্ন কী?

মোইজেজ : আমার স্বপ্ন এভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে যাওয়া। শরীরচর্চা চালিয়ে যাওয়া। আজীবন শিখতে চাই। আর গিটার বাজাতে চাই।

● আপনি কি আগে থেকেই বাংলাদেশকে জানতেন?

মোইজেজ : হ্যাঁ। জর্জ হ্যারিসনের কনসার্ট থেকে।

● হ্যারিসনের 'বাংলাদেশ' শোনার পর কেমন লেগেছিল?

মোইজেজ : সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। কনসার্ট ফর বাংলাদেশ হচ্ছে আমার প্রিয় কনসার্টগুলোর একটি। কত আবেগ, কত অনুভূতি আর কতশত যে স্বপ্ন। জর্জ হ্যারিসন আমার পছন্দের বিটল।

● একাত্তরে স্বাধীনতা পাওয়ার আগে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন।

মোইজেজ : বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে খুব বেশি জানি না। কিন্তু আমার ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে এ দেশটিকে জানতে সেখানে বেড়াতে যাব।

● আমাদের তরুণ শিক্ষকদের উদ্দেশে কিছু বলবেন?

মোইজেজ : শিক্ষকরা আমার সত্যিকারের হিরো। আর শিক্ষাই হলো আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই শিক্ষাকে আনন্দদায়ক, মজাদার করে তুলুন।

● এবং আমাদের কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পরামর্শ?

মোইজেজ : সব সময় কৌতূহলী থেকো। কখনোই প্রশ্ন করা থামাবে না। সন্দেহ নিয়ে চলবে না। আর কখনো স্বার্থপর, আত্মলোভী হবে না। যা জানো, তা ছড়িয়ে দাও অন্যের মাঝে। বাঁচো আনন্দের সঙ্গে। মেক্সিকো থেকে এক বুক ভালবাসা তোমাদের জন্য।

● বাংলাদেশ থেকেও অকৃত্রিম ভালবাসা রইল, মেক্সিকান স্পাইডারম্যান।

মোইজেজ : ধন্যবাদ।